গঠনতন্ত্র

‘ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন’
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

ঠিকানা : রুম নং-১৭০৪, ১৭তম তলা, ব্লক ডি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
(অস্থায়ী)

ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র(প্রস্তাবিত)

------ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সাধারণ সভায় পাশকৃত, সংশোধিত ও পুনর্বিন্যাসিত।

ভূমিকা:-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধান, আইন, বিধি, উপবিধি বা সংশিণ্টষ্ট কোনকিছু বিরোধী না হলে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর ৬৪ তম একাডেমিক সভা এবং ৮৪ তম সিন্ডিকেট সভায় গৃহিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র এর আলোকে আমরা এই গঠনতন্ত্র কে ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় - এর প্রতিষ্ঠা ভিত্তি হিসেবে গণ্য করিলাম।

প্রতিষ্ঠাকাল :- ০৭-০৭-২০১৯।

ধারা-১

নাম :-

ক

বাংলা:- 'ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ।

খ

ইংরেজি:- Internal Medicine Alumni Association, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University.

গ

সংক্ষেপে:- IMAA, BSMMU.

ধারা-২

মূলনীতি -

ক

- ঐক্য
- উৎকর্ষ
- মনুষ্যত্ব
- পেশাদারিত্ব

খ

প্রধান কার্যালয় : অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় এবং ব্যবস্থাপনা কার্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত হইবে। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় এবংবিদেশে-এর শাখা খোলা যাইবে।

ধারা-৩

বর্তমান ঠিকানা : রুম নং-১৭০৪, ১৭তম তলা, ব্লক ু ডি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।(অস্থায়ী)

ধারা-৪

ভাষা :- অ্যাসোসিয়েশনের ভাষা বাংলা ও ইংরেজি

ধারা-৫

সংজ্ঞা : বিষয় ও প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অনুরূপ না হইলে এই গঠনতন্ত্রে;

ক

'অ্যাসোসিয়েশন' অর্থ ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

খ

'অ্যালামনাই' অর্থ ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান এবং সাবেক আই পি জি এম আর -এর ন্যুনতম এমডি/PhD ডিগ্রিপ্রাপ্ত হইয়া বিএসএমএমইউ হইতে সার্টিফিকেট অর্জন করিয়াছেন। যাহা অ্যাসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী কমিটি সময় প্রয়োজন বোধে পর্যালোচনা করিতে পারিবে।

গ

'ধারা ও বিধি' অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ-বিধিসমূহ।

ঘ

'বৎসর' অর্থ ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত।

ঙ

'সদস্য' অর্থ- সাধারণ/জীবন সদস্য/সহযোগী সদস্য/উপদেষ্ঠা/অনারারি সদস্য।

চ

'সম্পত্তি' অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ।

ছ

'এমডি' অর্থ (Doctor of Medicine) এবং PhD অর্থ (Doctor of Philosophy) সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক বিএমডিসি অনুমোদিত বিএসএমএমইউ এর স্নাতকোত্তর সনদ প্রাপ্ত ডিগ্রী।

জ

'কর্মচারী' অর্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ধারা-৬

আওতা :- সমগ্র বাংলাদেশ। বিদেশে ইহার কার্যক্রম সমপ্রসারণ করা যাইবে, অনুমোদন সাপেক্ষে।

ধারা-৭

মর্যাদা :- 'অ্যাসোসিয়েশন' একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্থা।

ধারা-৮

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :- ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অ্যালামনাইদের কল্যাণে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে 'অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত হইবে;

ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় -এর ভাবমুর্তি সমুন্নত রাখা এবং উন্নত করার অব্যাহত প্রচেষ্ঠা।

খ

অ্যালামনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং একে- অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা, জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা। উন্নত মনুষ্যত্বের জ্ঞান আহরন করা এবং চিকিৎসা পেশার সর্বোৎকৃষ্ঠ আলোয় অ্যালামনাইদের উন্নত করা।

গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করা আধুনিক এবং সমৃদ্ধ করা, গবেষনায় সহায়তা করা, বৃত্তি এবং মানবিক প্রয়োজনে সদস্যদের, শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা।

ঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষা ও গবেষনার পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

ঙ

অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, বৈজ্ঞানিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্ম প্রশিক্ষণ প্রদর্শনী আয়েজন করা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভ্রমন, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যা দ্বারা মানবিক প্রশান্তি আনবে।

চ

অ্যালামনাই ভবন প্রতিষ্ঠা- সেখানে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, কনফারেন্স সেন্টার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন কেন্দ্র, ব্যায়ামাগার, অতিথি কক্ষ, ডাইনিং, প্রার্থনা -ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

ছ

নিয়মিত মেডিকেল জার্নাল, 'বুলেটিন', সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা;

জ

দেশে ও বিদেশে অ্যালামনাইদের সংগঠন গড়ে তোলা;

ঝ

মুলনীতিকে বিকশিক করার সহায়তা স্বরুপ একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।

ঞ

মেডিসিন বিদ্যার যুগোপযোগী জ্ঞান আহরন এবং গবেষণার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ট

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে তথা অ্যালমনাই এর প্রতি দায় মোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ঠ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কে মুল সংগঠন হিসেবে সহায়তা করা।

ধারা-৯

শাখা :

ক

ন্যূনতম ১১জন অ্যালামনাই সমন্বয়ে বিদেশে অত্র প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা যাইবে। বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরে শাখাসমূহ খুলিতে হইলে ন্যূনতম ৩০ জন এবং জেলা শহরে শাখা খুলিতে হইলে ন্যূনতম ১৫জন অ্যালামনাই থাকিতে হইবে। তবে তাহাদের অবশ্যই ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসোসিয়েশনের জীবন সদস্য হইতে হইবে।

খ

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখার নাম হইবে, ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ। ***স্থানের নাম*** শাখা।

গ

শাখাসমূহ নিজ নিজ স্থানে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের জন্য কাজ করিবে এবং এই গঠনতন্ত্রকে মেনে চলবে। প্রয়োজনে নিজস্ব উপবিধি কেন্দ্রীয় শাখা কর্তৃক অস্থায়ী অনুমোদন নিয়ে তৈরি করতে পারবে।

ঘ

শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন ও সদস্যদের তালিকা অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিবের বরাবর নিয়মিত প্রেরণ করিতে হইবে।

ঙ

শাখার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। তবে, তাঁরা ইচ্ছা করিলে ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ মূল অ্যাসোসিয়েশনের ও সদস্য হইতে পারিবেন।

চ

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর জীবন ও সাধারণ সদস্যদের চাঁদা সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ/ মহাসচিবের বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

ছ

অনুমোদিত প্রকল্প-ব্যয় নির্বাহের জন্য অ্যাসোসিয়েশন শাখাসমূহের নামে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

জ

অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট কোন কাজে যে কোন শাখা আরএমসিএএ-এর কাছে অর্থ পাঠাইতে পারিবে।

ঝ

সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কিত বিধানগুলি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখাসমূহের কমিটি ও সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ঞ

বিদেশস্থ শাখাসমূহ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রের অর্থাৎ ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় -এর সহিত সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্বক পরিচালিত করিবে।

ধারা-১০

সদস্য : অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত তিন ধরনের সদস্য থাকিবে;

ক

সাধারণ সদস্য : সাধারণ সদস্যপদ কেবলমাত্র ৫(খ). ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

খ

জীবন সদস্য : অ্যাসোসিয়েশনের জীবন সদস্য কেবলমাত্র ৫(খ). ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

গ

উপদেষ্টা সদস্য : ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং ধারা ৫ (ঙ). বলে এই সদস্য পদ পাবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির উপদেষা পরিষদের সদস্য হবেন।

ঘ

অনারারী সদস্য : ধারা ৫ (ঙ) বলে, কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সেইসব নন-অ্যালামনাইদের, যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের উন্নয়নে/পরিবর্ধনে সহায়ক, ডোনার, স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ যাঁদের অবদানের প্রেক্ষিতে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে। তবে,অনারারী সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না। প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

ঙ

সহযোগী সদস্য :- ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং MD, PhD কোর্সে অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রী।

চ

জীবন সদস্যের স্পউজ অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনায় অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজনে এমনি কাউকে সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে।

ধারা-১১

সদস্যভুক্তির নিয়মাবলী : যেকোন অ্যালামনাই অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানের বিধি ও নিয়মাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে মহাসচিব বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

ধারা-১২

সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা :

ক

সাধারণ সভায় উপিস্থিত হওয়া, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রস্তাব পেশ করা।

খ

বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দাবি করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া।

গ

এসোসিয়েশনের যে কোন কমিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে জীবন সদস্য বাধ্যতামুলক।

ঘ

ভোট প্রদান করা।

ঙ

এসোসিয়েশনের কোন প্রতিনিধি দলে/ উপ-কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

চ

সংগঠনের উন্নয়নের স্বার্থে পরামর্শদান বা নির্বাচন কমিশনে কাজ করা।

ধারা-১৩

সদস্যপদ বাতিল :

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হইবে, যদি কোন সদস্য-

ক

স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন; সদস্যপদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র মহাসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এরুপ পদত্যাগপত্র গৃহিত হইলে, সেই সদস্য আর কোনদিন সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

খ

সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হন;

গ

যদি মৃত্যুবরণ করেন;

ঘ

মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন;

ঙ

অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র, বিধি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হন অথবা কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপ অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থহানিকর বা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হন;

চ

আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

ছ

বিএমডিসি কতৃক যদি সনদ বাতিল/স্থগিত হন।

ঝ

BSMMU (পূর্ণ নাম) যদি ডিগ্রী বাতিল করেন।

ধারা-১৪

বহিস্কার : কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত বা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কাজ করিলে এবং এতদ্বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ও তাহার প্রাথমিক তদন্তপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তাহার সদস্যপদ স্থগিত এবং অভিযোগ দণ্ডে অভিযোগ প্রমানিত হইলে তাহাকে বহিস্কার করা যাইবে।

ধারা-১৫

পুনঃ সদস্যভুক্তি : ধারা ১৩ (ক) ব্যতিরেকে যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে তিনি/তাঁহারা কার্যনির্বাহী কমিটির শর্তপুরণ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী সদস্যপদ পুনর্বহালের আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী কমিটি তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ/অব্যাহতি/অনাস্থা/বহিস্কার/অপসারণ/মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পুরণ করিতে পারিবে।

ধারা- ১৬

ক

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হইবার যোগ্য এবং ইচ্ছুক ব্যক্তি সদস্যপদের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে ("এম" নং ফরমে) মহাসচিব বরাবর আবেদন করিবেন।

খ

নতুন সাধারণ সদস্যপদের আবেদনপত্রের সঙ্গে এক বছরের জন্য দেয় নির্ধারিত টাকা প্রদান করিতে হইবে। টাকার পরিমান কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারন করবে। আজীবন সদস্যদের জন্য ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারীত চাঁদা জমা দিতে হইবে।

গ

কোন সাধারণ সদস্য বার্ষিক চাঁদা ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ না করিলে সদস্য-সুবিধাদি ভোগের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ১০০ টাকা পুনঃপ্রবেশ ফি ও বর্তমান বছরের জন্য নির্ধারিত দেয় চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে সাধারণ সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাইবে।

ঘ

কোন সদস্যের আচরণ কার্যনির্বাহী কমিটির মতে সদস্যপদ বাতিলের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তাঁহাকে তাঁহার সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায় সাত দিনের সময় দিয়া কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠাইতে হইবে। তাহার জবাব (যদি তিনি তাহা দেন) কার্যনির্বাহী কমিটির মতামতসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার সম্পর্কিত বিষয়ে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঙ

একজন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হইলে কোন অবস্থাতেই পরিশোধকৃত কোন অর্থ তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

চ

কোন সম্মানিত সদস্যকে জীবন সদস্যপদ প্রদানের প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইতে হইবে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় এ বিষয়ে অবহিত করিতে হইবে।

ছ

পৃষ্ঠপোষক নিয়োগের প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত হইবে।

জ

সম্মানিত জীবন সদস্য, প্রধান পৃষ্ঠপোষক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় যোগদান এবং ভাষণদানের জন্য যোগ্য হইবেন।

ঝ

মহাসচিব সাধারণ পরিষদের সভার অন্তত দশ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল প্রস্তাবের নোটিশ কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করিবেন এবং এইসব প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হইলে তাহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

ঞ

যে কোন সদস্য সভাপতি এবং সাধারণ পরিষদের অনুমতিক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব আনিতে পারিবেন।

ট

কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি ০৩ মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসিবে।

ঠ

সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি এবং যদি তিনি বা সকল সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন সিনিয়র (ব্যাচ) কার্যনির্বাহী সদস্য বিবেচিত হইবেন।

ড

কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট খাতায়/ ই-কোষে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে। সভার কার্যবিবরণী মহাসচিব পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতির অনুমোদন ও স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

ঢ

কার্যনির্বাহী কমিটির সকল নির্বাচন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হইবে।

ণ

নির্বাচিত হইলে অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে কাজ করিবেন-এই মর্মে প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যকে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইবে।

ধারা-১৭

অযোগ্যতা

কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা বা সদস্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন ও তাহার পদ শূন্য হইবে, যদি

ক

তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ হারান, অথবা

খ

সভাপতি/মহাসচিবকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ লিখিতভাবে বা ই-মেইলে/SMS/ না জানাইয়া পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

ধারা-১৮

অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে বা কাজের সুবিধার্থে মহাসচিব কোষাধ্যক্ষের নিকট দশ হাজার টাকা নগদ রাখিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে,

ক

বিশেষ জরুরি অবস্থায় মহাসচিব সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান করিতে পারিবেন।

খ

তবে এই বিধান ডিউটি তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা-১৯

ক

অন্যরূপে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, মহাসচিব বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে যে কোন একটি বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে পারিবেন।

খ

অনুরূপভাবে, বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে একজন যুগ্ম-মহাসচিব অন্যরূপে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে এক বিষয়ে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে পারিবেন। তবে,পরবর্তী কার্যনির্বাহী সভায় উক্ত খরচের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা-২০

ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য চেক-এ স্বাক্ষরদাতাদের নমুনাসহি সভাপতি কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের সীলমোহরসহ সত্যায়িত হইতে হইবে।

ধারা -২১

অ্যাসোসিয়েশনের শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন শাখা সম্পাদক,একজন সহকারী শাখা সম্পাদক ও ছয়জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

ধারা -২২

অ্যাসোসিয়েশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা মহাসচিবের হেফাজতে থাকিবে।

ধারা -২৩

প্রত্যেক সদস্যকে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সদস্য-কার্ড বা পরিচয়পত্র দেওয়া হইবে।

ধারা -২৪

ক

অ্যাসোসিয়েশনের একটি সদস্য-বহি থাকিবে।

খ

মহাসচিব বরাবর লিখিত আবেদন করিয়া যে কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-বহি পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

গ

সদস্যদের শ্রেণী অনুসারে, বর্তমান বছরের দেয়া চাঁদা এবং বকেয়া দেখাইয়া প্রতি বছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে একটি নতুন সদস্য তালিকা তৈরি করিয়া তাহা পরিদর্শন ও যাচাইয়ের জন্য অফিস খোলার দিনগুলোতে অফিসে রাখা হইবে এবং নির্ধারিত মূল্যে ইহার কপি খরিদ করা যাইবে অথবা ইহা হইতে ব্যক্তিগতভাবে নোট টুকিয়া নেওয়া যাইবে।

ঘ

সদস্য-বহি সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নোটিশের তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাইবে।

ধারা -২৫

পৃষ্ঠ পোষক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ মহোদয় পদাধিকার বলে ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। তাছাড়া, Pro-VC (শিক্ষা) এবং বর্তমান

চেয়ারম্যান মহোদয় অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটি অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারিবেন।

ধারা : ২৬

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে ৩ বৎসর বলবৎ থাকিবে। তবে এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন এখন থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি-ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ বছরের অডিটেড রিপোর্ট সম্পন্নের ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে । কিন্তু শর্ত থাকে যে, এই সময়সীমা কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট বছরের ৩১ এপ্রিল অতিক্রম করা যাইবে না। নির্বাচন কমিশন সেই অনুযায়ী নির্বাচনে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা সংশ্লিষ্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করিবেন। নতুন কমিটি অনুর্ধ ২১ দিনের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে এবং পূর্বতন কমিটি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধারা :২৭

অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বার্ষিক রিপোর্ট আকারে সাধারণ সভায় পেশের জন্য জানুয়ারি-ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ বছরের জন্য তৈরি করিয়া দিবেন এবং বার্ষিক অডিট করাইবেন। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি বিশেষ সময় কালের হিসাব-নিকাশ অডিট করাইতে পারিবে এবং সাধারণ সভায় তাহা পেশ করিতে পারিবে

ধারা: ২৮

তহবিল : সময়ে সময়ে অনেক সম্মানিত অ্যালামনাই ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের ফান্ডে প্রদত্ত/প্রদেয় অর্থের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা পূর্বক সংশ্লিষ্ট সবাইকে অধিকতরভাবে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করার লক্ষে একটি এন্ডাউমেন্ট ফাউন্ডেশন/ ট্রাস্ট্র গঠন করা হইবে। যাহা একটি ম্যানেজমেন্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রস্তাবিত এন্ডাউমেন্ট গঠন প্রণালী, উদ্দেশ্য ও পরিচালনা নীতিমালা এবং অন্যান্য বিষয়াদী চূড়ান্ত করিবে।

ধারা: ২৯

সহযোগি সদস্য : জীবন সদস্যের স্পাউজ অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনায় অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজনে এমনি কাউকে সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে। তবে এমনি কোন সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারিবেন না। জীবন সদস্যদের মতো তারাও এককালীন ৩০০০/ টাকা সদস্য ফি হিসাবে প্রদান করিবেন।

ধারা: ৩০

কার্যনির্বাহী কমিটির সর্বমোট সংখ্যা ২১ জন। এবং অ্যাসোসিয়েশনের নিজ স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী নতুনভাবে পদসমূহ পুর্ণবিন্যাস করতে পারবে।

সভাপতি -১জন

সহ-সভাপতি - ৩জন

মহাসচিব -১জন

যুগ্ম মহাসচিব -২জন

সাংগঠনিক -১

বিজ্ঞান ও সাহিত্য সচিব - ১ জন

সাংস্কৃতিক সচিব - ১ জন

প্রচার ও জনসংযোগ সচিব - ১ জন

প্রকাশনা সচিব - ১ জন

শিক্ষা এবং পাঠাগার সচিব - ১ জন

ক্রীড়া সচিব - ১ জন

দপ্তর সচিব - ১ জন

অর্থ সচিব - ১ জন

সহ সম্পাদক ৫ জন

ধারা -৩১

কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ক

সভাপতি :

১। বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন।

২। পদাধিকার বলে তিনি সকল কমিটি, সাব-কমিটির সদস্য হবেন।

৩। নির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শ পূর্বক সোসাইটির কার্যাবলী পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৪। সভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবেন, আইন এবং প্রবিধিসমূহ ব্যাখ্যা করবেন এবং সন্দেহজনক বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত দিবেন।

৫। অধিকন্ত ভোট সমান হলে তার সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত একটি নীতি নির্ধারনী ভোট থাকবে।

৬। জরুরী পরিস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ড় গ্রহন করতে পারবেন। তবে তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৭। জরুরী প্রয়োজনে সাধারন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৮। সভাপতি ব্যাংকে লেনদেনের ক্ষেত্রে চেকে যৌথ স্বাক্ষর করার ক্ষমতা রাখেন।

খ

সহ-সভাপতি

সহসভাপতি (১) ও (২) ক্রমানুসারে সভাপতির অবর্তমানে তার দায়িত্ব পালন করবেন। এবং অন্যান্য অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

গ

মহাসচিব

১। ব্যাবস্থাপনা প্রধান হিসেবে দয়িত্ব পালন করবেন।

২। সভাপতির সাথে আলোচনা ও অনুমোদন সাপেক্ষে সকল ধরনের সভা আহ্বানের দিন, তারিখ, সময়,স্থান এবং এজেন্ডা উল্লেখ করে নোটিশ বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, চিঠি পত্র লেখা ও আদান প্রদানের কাজ করবেন।

৪। সংস্থার কার্যক্রম, কর্মসূচি প্রনয়ন ও প্রকল্প প্রস্তাবন এবং বাস্ড়বায়নে কার্যনির্বাহী সদস্যদের সমন্বয় সাধন করবেন।

৫। প্রশাসন, প্রকল্প তৈরি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে কার্যকরী পরিষদকে সহায়তা প্রদান করবেন।

৭। সংস্থার সকল প্রকার কাগজপত্র, তথ্য ও দলিল রক্ষনাবেক্ষন করবেন।

৮। সকল প্রকার বিল, ভাউচার, লেন-দেন সংক্রান্ত কগজপত্র পরীক্ষা করে অনুমদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সমীপে পেশ করবেন।

৯। সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে সকল নির্বাহী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ বজায় রাখবেন।

১০। সংস্থার সকল কর্মচারীদের নিয়োগ, কর্মচুক্তি ও ছাটাই পত্রে স্বাক্ষর করবেন।

১১। সকল সাধারন সভায় কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করবেন।

১২। কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক বার্ষিক জমা খরচের হিসাব প্রস্তুত করিয়ে নেবেন এবং যথাযথ সভায় অনুমোদন করার ব্যবস্থা নেবেন।

১৩। মহাসচিব ব্যাংকে লেনদেনের ক্ষেত্রে চেকে যৌথ স্বাক্ষর করার ক্ষমতা রাখেন।

১৪। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ন্যাস্ত যে কোন কর্তব্য পালন করবেন এবং সাংগঠনিক কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবেন।

ঘ

অর্থ সম্পাদক

ব্যাংকে লেনদেনের ক্ষেত্রে চেকে যৌথ স্বাক্ষর করার ক্ষমতা রাখেন। সংস্থার সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ের দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্বাহী পরিষদের কাজে সহায়তা করবেন।

ঙ

যুগ্ম সচিব

তিনি মহাসচিবকে তার কাজে সাহায্য করবেন। মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন।

চ

সাংগঠনিক সচিব

সংস্থার সাংগঠনিক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অন্যান্য অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ

বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক :

১। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করবেন।

২। বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৩। সোসাইটি জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনার তদারকি করবেন।

৪। সাহিত্য, ভাষা বিষয়ে উৎকর্ষতা উন্নয়নে কাজ করে।

জ

সাংস্কৃতিক সচিব

অ্যাসোসিয়েশনের সকল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি যেমন- সংগীত, নাটক, নৃত্য, ক্রীড়া ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ঝ

প্রচার ও জনসংযোগ সচিব

ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যালামনাইদের মধ্যে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচিসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মসূচির আয়োজন করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র, পোষ্টার,

লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের অনুকূলে সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচদারের সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। বিশেষ বাহক মারফত ডাকযোগে অথবা খবরের কাগজের মাধ্যমে অথবা ই-মেইলে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট পত্র প্রেরন করবেন।

ঞ

প্রকাশনা সচিব

অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচিসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মসূচির আয়োজন করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র, পোষ্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

ট

শিক্ষা এবং পাঠাগার সচিব

শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনা যথাযথ ভুমিকা পালন করবেন।

ঠ

ক্রীড়া সচিব

ক্রীড়া বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং ক্রীড়া পরিচালনায় যথাযথ ভুমিকা পালন করবেন।

ড

দপ্তর সচিব

মহাসচিবের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষন করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট তৈরী করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

কার্যনির্বাহী সদস্য : কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যক্রমে সহায়তা করবেন। এছাড়া কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা - ৩২ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন :

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগন সাধারন পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবন ও সমর্থনে বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে মনোনীত বা নির্বাচিত হবেন।

খ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত একটি নির্বাচন কমিশন নির্বাহী পরিষদের সদস্যগনের নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

গ) নির্বাচন কমিশন ঃ নির্বাচন কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দুই বা ততোধিক সদস্য দ্বারা গঠিত হবে, যাদের মধ্যে একজন সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

ঘ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের ৪৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত রেজিষ্টারে তালিকাভুক্ত সদস্যদের নাম নিয়ে সেই বৎসরের নির্বাচনের ভোটার তলিকা প্রস্তুত করা হবে। কেবলমাত্র ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্যগনই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন। নির্বাচনের ৪৫ দিন পূর্বে একটি ভোটার তালিকা মহাসচিব কর্তৃক প্রকাশিত হবে।

ঙ) নির্বাচন তারিখের কমপক্ষে ৪৫ দিন পূর্বে নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময় এবং মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের নিয়মাবলী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হবে।

চ) কর্মকর্তা পদের প্রার্থীকে মনোনয়ন দাখিল করার সময়ে সোসাইটির কমপক্ষে দুই বৎসরের জন্য একজন সদস্য হতে হবে।

ছ) সোসাইটির তহবিল হতে বেতন/সম্মানী গ্রহনকারী কাউকে সোসাইটির প্রাথমিক সদস্যপদ, কর্মকর্তা অথবা নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ প্রদান করা যাবে না।

জ) সোসাইটির সদস্য কর্তৃক যথোপযুক্তভাবে প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত যোগ্য প্রর্থীদেরকে নির্ধরিত ফরমে মনোনয়নপত্র নির্বাচনের কমপক্ষে ২৮ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট পৌঁছাতে হবে। মনোনয়নপত্র গ্রহণের শেষ সময়ের পরে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং নির্বাচনের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করবেন।

ঝ) নির্বাচনের তারিখের ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচন কমিশনের নিকট পত্যাহার পত্র দাখিল পূর্বক একজন প্রার্থী তার নাম প্রার্থীপদ হতে প্রত্যাহার করতে পারবে।

ঞ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ট) নির্বাচনের সময়ে সকল ভোটারের নিকট নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের দ্বারা ব্যালট পেপার ইস্যু করা হবে।

- ভোটার ব্যলট পেপারে যে সব প্রর্থীদের ভোট দিচ্ছে তাদের নাম চিহ্নিত করবে।
- নির্বাচনী সমাপনী সময়ের পরে নির্বাচন কমিশন ভোট সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং গননা করবে। গননার সময় প্রার্থী বা প্রার্থীর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন যদি তারা ঐরুপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে।

ধারা-৩৩: সভার নিয়মাবলী :

ক) সাধারন সভা : ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে কমপক্ষে প্রতি এক বৎসর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজনীয়তা নেই।

খ) কার্যনির্বাহী সভা : বছরে কমপক্ষে ৪(চার) টি কার্যনির্বাহী সভা করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ সময় স্থান ও এজেন্ডা সহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

গ) জরুরী সভা :

১। সাধারন সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে ডাকাযাবে। মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ঘ) বিষেশ সাধারন সভা : যে কোন বিশেষ কারনে সাধারন সভা ২১ (একুশ) দিনের নোটিশে অহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারিতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ঙ) তলবী সভা :

১। সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ও মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত তলবি সভার আবেদন সংস্থার সভাপতি/মহাসচিবের কাছে জমা দিতে হবে।

২। সভাপতি/মহাসচিব সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ একজন আহবায়ক গঠন করে নোটিশ জমার ১৮ (আঠার) দিন পরে ১৫দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন , তবে তলবী সভা প্রতিষ্ঠানের অফিসে ডাকতে হবে এবং মোট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

চ) মূলতবী সভা :

১। সাধারন সভা নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) দিন বিলম্বে করা যাবে, অন্যথায় স্থগিত করতে হবে।

২। সাধারন সভা ফোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তি সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং স্থগিত সাধারন সভাতে কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাদের মতামত / সিদ্ধান্ড় চুড়ান্ত করা হবে।

৩। কার্যকরী পরিষদের সভা ফোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তি সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং স্থগিত সাধারন সভাতে কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাদের মতামত / সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করা হবে।

ধারা-৩৪ : সাধারন পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব :

ক) সংস্থার সকল ক্ষমতা সাধারন পরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে। সংস্থার স্বার্থে সাধারন পরিষদ যে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

খ) সংস্থায় নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মী পর্যবেক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহী পরিষদ বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তার কোন ভোটাধিকার থাাকবেনা।

গ) সাধারন সভার কার্যক্রম থাকবে নিন্মরূপ :

১। গত সাধারণ সভার কার্যবিবরনী পাঠ ও অনুমোদন করা।

২। সর্ব প্রকার রিপোর্ট পেশ করা।

৩। এজেন্ডা অনুযায়ী আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।

৪। উপবিধি সংশোধন (যদি থাকে) করা।

৫। বিবিধ আলোচনা।

৬। যে কোন সভায় সংস্থার সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে বা তারা সভায় সভাপতিত্ব করতে অস্বীকার করলে বা অপারগ হলে উপস্থিত সদস্যদের একজনকে প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করা যাবে।

ধারা -৩৫ : তহবিল/অর্থ লেনদেন :

ক) ব্যক্তি, দেশী ও বিদেশী সংস্থা সমূহ, ব্যাবসা ও কল্যান মূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন অথবা সরকার হতে তহবিল সংগ্রহ করা যাবে।

খ) আর্থিক বছর শেষে লভ্যাংশ বা জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মাঝে বন্টন করা যাবে না,শুধুমাত্র সংস্থার আদর্শ, লক্ষ এবং উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কল্যানমুখী কাজে খরচ করা যাবে।

গ) এই তহবিলের অর্থ বিপদের সময় বা মামলার খরচের জন্য ব্যায় করা যাবে। তাছাড়া সংস্থার স্বার্থে ও উন্নয়নে যে কোন ধরনের কাজের প্রকৃত খরচ বা সেবার জন্য ব্যায় বা দান করা যাবে।

ধারা- ৩৬ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

ক) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বাংলাদেশী যেকোন সিডিউল ব্যাংক সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

খ) সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব বা উভয় হিসাবই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি /মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

গ) সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে। সংস্থার কাজের স্বার্থে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখা যাবে।

ঘ) দৈনিক খরচ মেটানোর জন্য সাধারন সম্পাদক যথাযথ ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে সভাপতি / কোষাধ্যক্ষ এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

ঙ) অর্থ খরচের পর খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সবার অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারন সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ করতে হবে।

চ) সংস্থার দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য মহাসচিব সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা মাত্র ব্যায় অনুমোদন করতে পারবেন।

ধারা -৩৭ :

অডিট :

সংস্থার সকল হিসাব-নিকাশ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত যে কোন নিবন্ধীকৃত হিসাব সংস্থা (অডিট সংস্থা) বা হিসাব পরীক্ষা দ্বারা নিরীক্ষা করতে হবে। এ ধরনের হিসাব নিরীক্ষক বার্ষিক ভিত্তিতে কার্যকর হবে। এছাড়া নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত যে কোন কর্মকর্তা ও হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবেন। কোষাধ্যক্ষ পরবর্তী বার্ষিক সাধারন সভায় উক্ত অডিট রিপোর্ট ও পরবর্তী বছরের বাজেট উত্থাপন করবেন।

ধারা -৩৮ : গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি :

সাধারন পরিষদের সদস্য কর্তৃক গঠণতন্ত্রের কোন ধারা উপধারা কোন সংশোধনীর প্রস্তাব বার্ষিক সধারন সভার কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে। মহাসচিব উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হলে তা পরবর্তী সধারন সভায় পেশ করা হবে। উপস্থিত সদস্যের দুই- তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা চূড়ান্ত অনুমদনের জন্য নিবন্ধীকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা -৩৯ : এই প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকল্প/কর্মসূচি/ অনুষ্ঠান পরিচালনার পূর্বে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি গ্রহন করা হবে এবং গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি/অনুষ্ঠান শেষে আয় ও ব্যায়ের পূর্ন হিসাব তালিকাভূক্তকরন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হবে।

ধারা -৪০ : কোন বিষয় এই গঠনতন্ত্র মতে সমাধান না হলে, বিশ্বাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই এর গঠতন্ত্র কে মেনে চলবে।

ধারা -৪১ : অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬১ সনের ৪৬নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হবে।

ধারা -৪২ : প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি :

যদি কোন সুনির্দিষ্ঠ কারনে প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্যের ৬০ ভাগ সদস্য সংস্থার বিলুপ্তি চান তবে যথা নিয়মে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।